১৪-১১-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা রুহানী যাত্রা করছ , তোমাদের এই মৃত্যুলোকে আর ফিরতে হবেনা, তোমাদের উদ্দেশ্য হল মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হওয়া ও দেবতায় পরিণত করা "

প্রশ্নঃ- ১৬ কলা সম্পূর্ণ আত্মাদের প্রমাণ চিহ্ন কি ?

উত্তর :- তারা নিজের জ্ঞানের ঝুলি জ্ঞান রত্নে ভরপুর করে অন্যদেরও ভরবে। জ্ঞান রত্নের দান করে নিজের পদ মর্যাদা উঁচু করবে। দ্বিতীয়ত, তারা পাকা মহাবীর হবে, মায়া তাদের একটুও চলায়মান করতে পারবেনা। তারা শুরু থেকে অন্ত পর্যন্ত অখন্ড অচল হয়ে চলবে ।

প্রশ্নঃ- পাপ মুক্ত হয়ে পুণ্য আত্মায় পরিণত হওয়ার যুক্তি কি ?

উত্তর :- এই অন্তিম জন্মের কাহিনী বাবাকে শুনিয়ে বাবার পরামর্শ নাও। তার সঙ্গে বাবাকে স্মরণ করতে করতে জ্ঞান রত্নের দান করতে থাকো তাহলেই পুণ্য আত্মায় পরিণত হবে ।

গান : - ভোলানাথের চেয়ে অনুপম .....

ওম্ শান্তি । বাবা ওম্ শব্দটির অর্থ বুঝিয়েছেন। বাবাও বলেন -- ওম্ শান্তি। ওম্ শান্তি । আত্মার নিজস্ব স্বরূপ বা লক্ষ্য হল শান্তি। আত্মার ধর্ম হল শান্তি। বাবাও নিজের পরিচয় দেন। যেমন পরম পিতা পরমাত্মার পরিচয় তেমনই আত্মাদের। মানুষ ওম্ শব্দটির অর্থ কত লম্বা করে দিয়েছে। ওম শব্দের অর্থ ভগবানও বলে দেয়। ভোলানাথের কত মহিমা আছে। ভোলানাথ শঙ্করকে বলা হবে না কারণ শঙ্কর আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান না। সেসব তো ভোলানাথ-ই বলে দেন। ভোলানাথ উত্তরাধিকার প্রদান করেন -- শঙ্কর করেন না। এমনিতেও শঙ্কর শান্তি প্রদান করেন না। না। শান্তি প্রদান করতে সাকারে এসে বোঝাতে হবে। শঙ্কর তো সাকারে আসেন না। ভোলানাথ-ই শান্তি , সুখ, দীর্ঘায়ু প্রদান করেন। প্রতিটি অবিনাশী বস্তু দেন কারণ বাবা হলেন অবিনাশী , উত্তরাধিকারও অবিনাশী দেন। ড্রামাকেও অবিনাশী বলা হয়। হদের ড্রামা বা নাটক তো এখন তৈরি হয়েছে। বেহদের নাটক তো হল অনাদি ড্রামা। স্থূল নাটক মানুষদের দ্বারা তৈরি। সেসব রিপিট হয়। যেমন কংস বধের নাটক তৈরি হয়েছে , সেটি আবার রিপিট করে দেখানো হবে। এই বেহদের ড্রামা সত্যযুগ থেকে আরম্ভ হয়। কলিযুগের অন্তে শেষ হয়ে আবার রিপিট হয়। ওয়ার্ল্ড রিপিট বলা হয়। কোন্ ওয়ার্ল্ড ? নিশ্চয়ই সত্যযুগী ওয়ার্ল্ড ছিল যা আবার রিপিট হবে। অর্ধকল্পের পরে পুরানো ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি রিপিট হয়। নতুনকে দিন , পুরানোকে রাত বলা হয়।। এইসব হল বুঝবার কথা। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জ্ঞান নিতে হবে। পড়তে হবে। সেসব পড়াশোনা ১৫-২০ বছর চলে । এ হল কঠিন পরীক্ষা , এর উদ্দেশ্য হল মানুষ থেকে দেবতা করা। যা কিছু পাপের বোঝা আছে সেসব দহন করতে হবে। তার জন্যে বাবা রুহানী যাত্রা শিখিয়েছেন। যেখান থেকে এই মৃত্যুলোকে ফিরে আসতে হবেনা। দৈহিক যাত্রা তো জন্ম জন্মান্তর অনেক করা হয়েছে, তোমরা বাচ্চারা আদি জেনেছ , মধ্য জেনেছ । মধ্য কালে কত বড় বড় ঘটনা হয়েছে। রাবণ রাজ্য শুরু হয়। ভক্তি মার্গ শুরু হয়। মানুষ ভ্রষ্টাচারী হওয়া শুরু হয়। সম্পূর্ণ ভ্রষ্টাচারী হতে অর্ধকল্প সময় লাগে। মায়ার রাজ্য দ্বাপর থেকে আরম্ভ হয়। সুতরাং ভক্তি ও রাবণ

রাজ্য দুই নাম-ই হল পতনের। ভক্তির পরে ভগবানের প্রাপ্তি। বাবা বলেন তোমরা সবচেয়ে বেশি ভক্তি কর। তারপরে জ্ঞানও তোমরাই প্রাপ্ত কর। জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গমে তোমাদের বৈরাগ্য চাই। তোমরা পাঁচ বিকারের সন্ন্যাস কর। তাদের শেখান শঙ্কারাচার্য্য , তাদের হল হঠ যোগ। অনেক রকমের যোগ শেখে তারা। ঘর সংসার ত্যাগ করে ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ করে তারা। তারা হল তত্ব জ্ঞানী , তত্ব যোগী বলা হয় তাদের। জ্ঞানও দেয় তারা তত্বের সাথে । চক্র পরিক্রমা করবে, আমাদের পার্ট করতে হবে এইসব তারা বোঝে। এইসব কথা তাদের সামনে এমন যেন বানরের সামনে ডুগডুগি বাজানো। এই বানর সম মানুষদের মন্দির সম করতে এই জ্ঞান ডান্স করতে হয় , জ্ঞান ডান্সকেই তারা ডুগডুগি নাম দিয়েছে। আর বলে দেয় রাম এসে বানর সেনা নিয়েছিলেন। বাবা বলেন তোমরা সবাই বানর ছিলে। শিববাবা জ্ঞানের ডুগডুগি বাজিয়ে বানর থেকে মন্দির সম যোগ্য করেছেন। তারা ভাবে লঙ্কায় রাবণের রাজ্য ছিল । বাবা বলেন সম্পূর্ণ দুনিয়া সাগরের মধ্যিখানে স্থিত । এই সময়ে সম্পূর্ণ দুনিয়াতে রাবণের রাজত্ব। তারা হদের কথা শোনায়। বাবা বেহদের রহস্য বলে দেন। সম্পূর্ণ দুনিয়া রাবণের শৃঙ্খলে আটকে আছে। সম্পূর্ণ দুনিয়াকে বিকারগ্রস্ত হওয়ার কারণে পতিত বলা হয়। পতিত ডাকে যে , হে পতিত-পাবন এসে আমাদের পবিত্র কর। আত্মকেই পবিত্র হয়ে ঘরে (পরম ধামে) ফিরতে হবে। তোমরা জানো এক পিতার সন্তান আমরা সকলে ভাই বোন হই। তবে নিশ্চয়ই প্রজাপিতা ব্রহ্মাও চাই। শিববাবা বলেন যে তোমরা নিরাকার আত্মারা হলে শিব বংশী , তারা সাকারে হয় ভাই বোন । নিরাকার স্বরূপে সবাই হও ভাই-ভাই। প্রজাপিতা ব্রহ্মা সাকারে এসে তোমাদের ভাই বোন করেন। আত্মিক রূপে ভাই ভাই দৈহিক রূপে ভাই বোন। সুতরাং এই নিশ্চয় থাকা উচিত যে আমরা হলাম শিব বংশী প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার কুমারী। স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করি বাবার কাছে। বাবাকে অবিনাশী সার্জেনও বলা হয়। প্রত্যেকের কর্ম বন্ধন হল পৃথক । বাবা এসে কর্ম , অকর্ম ও বিকর্মের গতি বুঝিয়ে দেন। প্রত্যেককে নিজের নিজের জীবন কাহিনী শোনাতে হয়। এই কথাটি তো জানো যে তোমরা দ্বাপর থেকে পতিত হয়েছ। এখন এই হল তোমাদের শেষ জন্ম , যা কিছু পাপ কর্ম আছে সবই জমা হয়েছে। এবারে আমাদের পুণ্য জমা করতে হবে। এত জন্মের পাপ কিভাবে কাটবে আর আমরা পুণ্য আত্মায় কিভাবে পরিণত হব ? বাবা বলেন -- আমায় স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্মের বিনাশ হবে আর জ্ঞান রত্নের দান করতে হবে। যে অনেক দান করবে সে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। ভারতের মতন দান কেউ করেনা। এবারে তারা এতসব কথা থেকে পেয়েছে ? বেহদের বাবা হলেন সবচেয়ে বিরাট দানী। বাবা এসে জীবন দান করেন। ঝুলি ভরে তৃপ্ত করেন। নিজের ঝুলি কম বা বেশি ভরার দায়িত্ব বাচ্চাদের নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। নম্বর অনুযায়ী ঝুলি ভরেন। অনেক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আছে। অনেক সেন্টার আছে। বৃদ্ধি হতেই থাকবে। শিববাবার বংশাবলী হল অবিনাশী। সেই টি সাকার বংশাবলী হয়। ড্রামা অনুসারে শুদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হতেই হবে। তোমরা হবেনা --- সে হতে পারেনা। ড্রামা অনুসারে এত হতেই হবে জট ড্রামা অনুসারে হয়েছিল , তারা-ই সত্যযুগের দেবতায় পরিণত হবে। বৃক্ষের বৃদ্ধি হতেই থাকে। অনেকে ঝরে যায়। কেউ আবার এত পাকা মহাবীর হয় যে মায়া তাদের স্পর্শ করতে পারেনা। তারা অচল অখন্ড থাকে। অখন্ড অর্থাৎ শুরু থেকে চলে আসছে যারা। বাচ্চারা, মহাবীর তোমাদেরই বলা হয়। অচল স্থির হতে হবে , এমন কেউ যেন বলতে না পারে যে আমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়েছি। না। হতে হবে নিশ্চয়ই। ১৬ কলা সম্পূর্ণ হওয়ার চিহ্ন কি ? যারা ভালো ভাবে নিজের ঝুলি ভরে অন্যেরও ঝুলি ভরে। ড্রামা অনুযায়ী কল্প পূর্বে যারা জ্ঞান ধারণ করেছে , তারা-ই করবে। আমরা সাক্ষী হয়ে দেখি। পুরুষার্থ তো করতেই হবে। পুরুষার্থ না করলে প্রালব্ধ প্রাপ্ত হবেনা। তারা সব মানুষ , মানুষের দ্বারা পুরুষার্থ করে।

শাস্ত্রও মানুষ তৈরি করেছে। এখন তোমরা পরম পিতা পরমাত্মার শ্রীমৎ প্রাপ্ত করছ। উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান। উঁচু থেকে উঁচু ওঁনার নিবাস। বাবা এসেছেন সুখ ধাম , শান্তি ধামের মালিক করতে। সবাইকে শান্তি ধাম নিয়ে যাবেন। কত বিশাল বেহদের পান্ডা তিনি। তিনি-ই হলেন একমাত্র , বাকিরা দৈহিক যাত্রায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে অনেক পান্ডা আছে। কুম্ভ মেলায় অনেক পান্ডা থাকে। এইটি হল সত্যিকারের কুম্ভ মেলা। কিন্তু পান্ডা একজন-ই আছে। তোমরা হলে পাণ্ডব সেনা। তারা-তো পাঁচ পাণ্ডব দেখিয়েছে। বাস্তবে গায়ন আছে এদের। এই হল শক্তি সেনা , বন্দে মাতরম। মুখ্য হল ভারত। ইনি হলেন সকলের মাতা পিতা , সকলকে পবিত্র করেন। কৃষ্ণকে- তো সবাই মানে না। কৃষ্ণের নাম গীতায় লিখে দেওয়ার জন্যে ভারতকে কেউ উঁচু তীর্থ স্থান ভাবেনা। বাবা বলেন গীতা পাঠ করতে করতে মানুষদের কি অবস্থা হয়েছে। বাবা তো সবাইকে বর্সা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার দেন। জ্ঞান তো অসীম আছে। সাগরকে দোয়াতের কালি বানালেও অসীম , যার সীমা নেই। গীতায় শিবায় নমঃ না লিখে কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। এখন তোমাদের অন্ধের লাঠি হাতে হবে। বাবার পরিচয় দিতে হবে যে কে হলেন উঁচু থেকে উঁচু ? পরম পিতা পরমাত্মা। স্বর্গের অধিকার কার কাছে প্রাপ্ত হয় ? ওনার কাছে। কল্প পূর্বেও ব্রহ্মা দ্বারা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছে। স্থাপনা হয়েছিল। বর্ণের পুনরাবৃত্তি হবেই। তোমরা শুদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হও। ব্রাহ্মণদের দ্বারা যজ্ঞের রচনা করা হয়। তোমরা হলে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ , তারা হল মিথ্যা ব্রাহ্মণ। ভগবানুবাচ -- বাচ্চারা আমি তোমাদের রাজ যোগ শেখাই। এখানে তোমাদের ভগবান পড়াচ্ছেন। ওখানে মানুষ , মানুষদের পড়ায়। সবচেয়ে প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে। পরম পিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? যতই বোঝাও তবু বলে দেবে পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী। পাথরবুদ্ধি যে তারা। আরে, আমরা সম্বন্ধ জিজ্ঞাসা করি , সর্বব্যাপীর সম্বন্ধ হয় কি ? প্রদর্শনী করতে থাকো তাহলেই বৃদ্ধি হতে থাকবে। তোমরা অনেক ভোট প্রাপ্ত করবে। বাবা লেখেন -- ধার্মিক নেতাদেরও নিমন্ত্রণ দিতে হবে। তারপর পাহারাও দিতে হবে। যদি তোমরা এই দুই তিনটি কথা প্রমাণ করতে পারো তাহলে তাদের ধান্ধা ঠান্ডা হয়ে যাবে।

তাহলে বাচ্চারা , সার্ভিস জোর দিয়ে আরম্ভ করতে হবে। অনেকে বুঝতেও পারে। কিন্তু বাইরে বেরোলেই শেষ হয়ে যায়। সৃষ্টি চক্রকে বুঝবে সেও খুব কঠিন। এমন করে সবকিছু বুঝে যারা চলে যায় তাদের চিঠি লিখে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে ফর্ম ভরে তোমরা ঘুমিয়ে পড়লে কেন ? পরিশ্রম করতে হবে কিন্তু ড্রামা অনুযায়ী যে বাচ্চারা পরিশ্রম করেছে তারা ঠিক। ড্রামায় যা ছিল তাই রিপিট হয়েছে। যতখানি সার্ভিস বৃদ্ধি হওয়ার ছিল , যতজন ব্রাহ্মণ সংখ্যায় হওয়ার ছিল হয়েছে। বৃদ্ধি হতেই থাকবে। কেউ এক সেকেন্ডে বাবাকে চিনবে। কেউ সাত দিনে, কেউ এক মাসে, কেউ চলতে চলতে নিস্তেজ হয়ে পড়বে। তাকে সঞ্জীবনী ঔষধ দিয়ে সবল করতে হবে। বাচ্চারা জানে -- শ্রীমৎ অনুসারে আমরা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করার দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছি। শ্রীমৎ অনুসারে স্বর্গবাসী করতে হবে। এখন তোমরা শিবালয়ে যাচ্ছ। প্রথমে তোমরা স্বর্গবাসী ছিলে তারপর এত জন্মের পর রাবণ নরকবাসী করে দিয়েছে। বর্তমানে সম্পূর্ণ নরকবাসী কাঙাল হয়ে পড়েছ।

বাবা বলেন তোমরা বাচ্চারা হলে স্ব দর্শন চক্রধারী। রাবণের মাথা দেহ থেকে পৃথক কর । রাবণ শত্রুকে পরাজিত কর। রাবণ হল বিদেশী। আমাদের রাম রাজ্য ছিল। এখন সম্পূর্ণ দুনিয়াকে রাবণ পরাজিত করেছে। এই হল শোক বাটিকা । সত্যযুগ হল অশোক বাটিকা। এখানে হোটেলের নাম অশোকা হোটেল রাখা হয়েছে। যেমন সন্ন্যাসীরা শিব নাম রেখেছে। শিব ও বিষ্ণুর মালা বিখ্যাত।

ব্রাহ্মণদের মালা হতে পারেনা। কৃষ্ণের মালাও হতে পারেনা। এই হল রুদ্র মালা। বিষ্ণুর মালা হল প্রবৃত্তি মার্গের। মানুষ বলবে এনার মতন পবিত্র কর । মুখ্য লক্ষ্য সামনে রাখা আছে। তোমরা শ্যাম থেকে সুন্দর হচ্ছ। পুরানো দুনিয়াকে লাথি মারছ। কৃষ্ণের আত্মা গৌর বর্ণ ছিল , তাই স্বর্গের গোলক ওনার হাতে দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণ, নারায়ণ, শিবকেও শ্যাম বর্ণ দেখানো হয়েছে। শিব, যিনি হলেন সর্বের রচয়িতা, ওঁনাকেও কেউ জানেনা। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ন স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বাবার মতন মনুষ্য আত্মাদের জীবন দান করতে হবে। বেহদের বাবার কাছে দান নিয়ে অন্যদের দিতে হবে। মহাদানী নিশ্চয়ই হতে হবে।

২) স্ব দর্শন চক্রধারী হয়ে রাবণের মাথা দেহ থেকে পৃথক করতে হবে। বেহদের বৈরাগী হয়ে বিকারের সন্ন্যাস করতে হবে।

বরদান :- ড্রামার মধ্যে সমস্যা গুলিকে খেলা মনে করে অ্যাক্যুরেট পার্ট করতে সমর্থ হিরো পার্টধারী হও ।

ব্যাখা: হিরো পার্টধারী তাকেই বলা হয় -- যার কোনো অ্যাক্ট-ই সাধারণ নয়, প্রত্যেকটি পার্ট হবে অ্যাক্যুরেট। যতই সমস্যা হোক , যেমনই পরিস্থিতি হোক কারো অধীন হবেনা , বরং অধিকারী রূপে সমস্যা গুলি এমন পার করবে যেন খেলতে খেলতে পার করছে। খেলায় সদা আনন্দ থাকে, সে খেলা যেমনই হোক , বাইরে ক্রন্দনের পার্ট কিন্তু অন্তরে এই অনুভূতি হবে যে এইসবই বেহদের খেলা। খেলা ভাবলে বড় বড় সমস্যাও হালকা হয়ে যাবে।

শ্লোগান - যে সর্বদা প্রসন্ন থাকে সে-ই হয় প্রশংসার পাত্র ।